৯ নভেম্বর ২০১৪, সংবাদ সম্মেলন

আগামী ১-১২ ডিসেম্বর ১৪ কপ (COP)-২০ লিমার জন্য

পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তুতি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। নাগরিক সমাজ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত

সরকারের কপ ২০ লিমা জলবায়ু সম্মেলনের প্রস্তুতি ও অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া ঘোষণা করুন

১. কেন কপ-২০ লিমা জলবায়ু সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে বাংলাদেশ যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এটা সর্বজনবিদিত এবং বৈজ্ঞানিকভাবে চিহ্নিত। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধারণা এবং সহানুভূতি রয়েছে। কিন্তু দেশের ভিতর থেকে যদি সোচ্চার না হওয়া যায়, তাহলে আমাদের ক্ষতির ন্যায্য ক্ষতিপূরণ যেমন পাব না, জলবায়ু পরির্তনের কারণগুলোও বন্ধ হওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়তো আমরা পাব না।

এটা পূর্বেকার সিদ্ধান্ত যে, আগামী কপ (COP-Conference of Parties) -২১, ২০১৫ তে অনুষ্ঠিতব্য প্যারিস সম্মেলনে একটা চুক্তি হবে এবং যা ২০২০ থেকে বাস্তবায়ন শুরু হবে। এবারের কপ-২০, লিমায় তার একটি রূপরেখা তৈরি হবে অথবা এই রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হবে। তাই এখানে যদি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টি আকর্ষণমূলক ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখা না যায়, তাহলে আলোচনা বা মীমাংসার শেষ পর্যায়ে যে গুটিকয়েক দেশের নেতৃত্বকে ভাবা হয়, তা থেকে হয়ত বাংলাদেশ বাদ পড়ে যাবে।

২. পূর্বেকার অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান স্থবিরতা

বিগত আট বছরে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে জলবায়ু সম্মেলনগুলোতে প্রতিনিধি দল বড় এবং খরুচে- এসব সমালোচনা থাকলেও দলমত নির্বিশেষে Inclusiveness, Access ও Outcome নিয়ে নাগরিক সমাজসহ সকল পক্ষের একটি সন্তুষ্টি ছিল। এর মূল কারণগুলো ছিল, (ক) অনেক পূর্ব থেকেই মন্ত্রণালয়ের প্রস্তুতি শুরু হতো, (খ) পুরো প্রক্রিয়ায় (সম্মেলনের পূর্বে দেশে, সম্মেলন চলাকালীন বিদেশে এবং সম্মেলনের পর দেশে) নাগরিক সমাজের এবং গণমাধ্যমে সরকারি প্রক্রিয়ায় অবাধ প্রবেশাধিকার ও অংশগ্রহণ ছিল।

এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রতিনিধিদলের মধ্যে সরকার, আয়োজক সংস্থা ও বিভিন্ন দাতা সংস্থা খরচ বহন করতো সর্বোচ্চ ১০ থেকে ২০ জনের, বাকিরা, বিশেষ করে নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা, যার যার খরচ নিজেরাই বহন করতেন। কিন্তু তারা সবাই সরকারের পক্ষে বিভিন্ন সভায় অংশ নিয়েছেন, অবস্থানপত্র তৈরি করেছেন, রাত-দিন পরিশ্রম করেছেন। কারণ COP এমন একটি বৃহৎ এবং জটিল প্রক্রিয়া যেখানে সরকারের একার বা মাত্র ৫ থেকে ১০ জন প্রতিনিধির প্রতিনিধিত্ব প্রায় অসম্ভব। সেখানে উন্নত দেশের প্রতিনিধিত্ব প্রায় শতাধিক বৈকি।

কিন্তু বর্তমান পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ভিতরে কপ-২০, লিমা জলবায়ু সম্মেলন নিয়ে আমরা এক ধরনের স্থবিরতা ও নিস্পৃহতা লক্ষ্য করছি। এ বিষয়ে সতর্ক করতে এবং জাতিকে জানান দিতেই আমাদের এই সংবাদ সম্মেলন। আমরা আরো যেটা জানতে পেরেছি যে, বলা হচ্ছে এখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিয়োজিত হবে, আমলাদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হবে, নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণকে গুরুত্বহীন মনে করা হচ্ছে।

৩. নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের ভূমিকা কেন গুরুত্বপূর্ণ

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতের কারণে বাংলাদেশ যে সমস্যায় ইতিমধ্যে নিপতিত হয়েছে এবং সামনে যে নিপতিত হবে, তা সরকারের একার পক্ষে মোকাবেলা করা খুব কঠিন। সারা পৃথিবিতে নাগরিক সমাজের ভূমিকাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 2nd Track Diplomacy বলে গণ্য করা হয়। অনেক উচু পদের সরকারি কর্মকর্তা এই বিষয়টাকে স্বীকার করেন। অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ অন্যান্য আন্তর্জাতিক নাগরিক সমাজকে নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে, বিশেষ করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে, বাংলাদেশ সরকারের অবস্থানকে স্বত:প্রণোদিত হয়ে সমর্থন পেতে সহায়তা করেছে, দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছে, সর্বোপরি দেশের জন্য আর্ন্তজাতিক পরিমণ্ডলে দৃষ্টি আকর্ষণে সুবিধা হয়েছে।

একইভাবে গণমাধ্যমের ভূমিকা আরো গুরুত্বপূর্ণ। দেশের সাংবাদিকরা জলবায়ু আলোচনার খুটিনাটি বিষয়গুলো যেমন আপামর জনগণের কাছে তুলে ধরেছেন, তেমনি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও বিষয়গুলোকে বিশেষ করে বাংলাদেশের বিষয়গুলোকে তুলে ধরেছেন। মূলত এই দুটি কারণেও বাংলাদেশ জলবায়ু আলোচনার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের একটি পর্যায়ে অবস্থান করতে পেরেছে। কিন্তু বিষয়টি বর্তমান মন্ত্রণালয় অনুধাবন করেন কিনা সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

৪. আমাদের সুনির্দিষ্ট দাবিসমূহ

উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে আমরা আগামী কপ-২০, লিমা জলবায়ু সম্মেলন উপলক্ষ্যে পূর্বেকার মতো বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য নিম্নোক্ত দাবিগুলো উপস্থাপন করছি:

ক) আগামী ১-১২ ডিসেম্বর লিমা সম্মেলনে যাবার আগে সরকারি প্রতিনিধিদলকে একটি অবস্থানপত্র জনগণের এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা উচিৎ। যার ভিত্তিতে দেশবাসী জানবে যে, কিসের ভিত্তিতে প্রতিনিধি দল সেখানে কিভাবে নেগোশিয়েশন করবেন।

খ) একই ভাবে সরকারকে ঘোষণা করতে হবে যে, প্রতিনিধিদলের 'সচ্ছতা এবং অংশগ্রহণ' প্রেক্ষিত থেকে প্রক্রিয়া কী হবে। অর্থাৎ সরকার কিভাবে দেশের ভিতর সংশ্লিষ্টদের মতামত নিবেন এবং বক্তব্য তৈরি করবেন। দেশের বাইরে সম্মেলন চলাকালীন সময়ে কিভাবে নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন এবং সম্মেলন শেষে দেশে এসেই প্রতিনিধি দলকে তাদের 'অর্জন' সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে হবে।

গ) যদি আমাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয় এবং জলবায়ু অভিঘাতের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে আমাদের কাছে অন্যদের যৌক্তিক প্রত্যাশাও থাকে যে, আমাদের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তির একটি সম্ভাব্য রূপরেখা উপস্থাপন করা উচিৎ, যা কিনা বাংলাদেশকে নেতৃত্বের কাতারের অবস্থানকে আরো উপরে যেতে সহায়তা করবে।

ঘ) আলোচনার পদ্ধতির ক্ষেত্রে যদিও বাংলাদেশ মৌলিকভাবে G ৭৭ ও চীন দলের সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু অতীত ও বাস্তব অবস্থার কারণে বাংলাদেশকে কৌশলী হতে হবে। অতীত ও বাস্তব অবস্থান হচ্ছে নিম্নরূপ:

- **G** 77 ও চীন দলে চীন ও ভারতসহ BASIC দেশের দলগুলো খুব কম ক্ষেত্রেই তাদের স্বার্থের বাইরে যায়। তারাও বর্তমানে উন্নত দেশগুলোর মতো বেশি কার্বন উদগীরণের পক্ষে রয়েছে।
- উপরোক্ত কারণে **G** 77 ও চীন দলে বিশেষ করে Most Vulnerable Countries (MVC) এবং Least Developed Countries (LDC) গুলোর স্বার্থ কমই রক্ষিত হয়।

সুতরাং এক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সরাসরি MVC ও LDC গুলোর পক্ষে অবস্থান নেওয়া উচিৎ বলে আমরা মনে করি। তবে এক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী দুতিয়ালী এবং লবিংয়েরও প্রয়োজন রয়েছে।

ঙ) প্রশমন এবং অভিযোজনের বাইরে ক্ষতিপূরণ পাবার জন্য বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর চেষ্টাতেই UNFCCC, COP-এ Loss and Damage (L&D) আলোচনার ধারা তৈরি হয়েছিল। পোলান্ডের ওয়ারশতে এ ব্যাপারে International Mechanism এর ঘোষণা এসেছিল। বাংলাদেশ একটি রূপরেখা প্রদান করে এক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ভূমিকা রাখতে পারে।

চ) বিগত কপ-এ Intended Nationally Determined Contribution (INDC) সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের কারণে কার্বন উদগীরণকারী উন্নত দেশগুলো মূলত কার্বনহ্রাসের বাধ্যবাধকতা থেকে সরে আসার সুযোগ পেয়েছে। INDC মূলক সুবিধা MVC ও LDC এর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ। অন্য দেশের ক্ষেত্রে নয়। এই বিষয়ে বাংলাদেশের একটি জোরালো অবস্থান নেওয়া উচিৎ।

ছ) ২০১৫ সালের যে প্যারিস প্রটোকল হতে যাচ্ছে তাতে শর্ত হওয়া উচিৎ পৃথিবির তাপমাত্রা সর্বোচ্চ Peaking Point কত হবে। এবং এটা উন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে দু'ধরনের হওয়া উচিৎ। যেমন উন্নত দেশগুলোর জন্য ২০১৭ এবং দ্রুত উন্নয়নশীল দেতশগুলোর জন্য ২০২৫। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলকে এ বিষয়ে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।

জ) Green Climate Fund (GCF) তথা জলবায়ু অর্থায়ন নিয়ে বাংলাদেশের সোচ্চার ভূমিকা রাখা উচিৎ। এই তহবিলে এই পর্যন্ত যে অর্থ পাওয়া গেছে তা দিয়ে তহবিলের কর্মীদের বেতনই হয়তো চলতে পারে। যদিও ফ্রান্স, জার্মানি ও জাপান এই তহবিলে অর্থ প্রদানের কথা ঘোষণা করেছে। Fast Start Financing এবং প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন করে যে অর্থ দেওয়ার কথা সে বিষয়ে বাংলাদেশকে কথা বলতে হবে। এক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করে, হিসেবের গোজামিল, Long Term Predictable এর কথা বলতে হবে।

তবে বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিস্পৃহতার কারণে বাংলাদেশ এখনো CDM, Adaptation Fund ও LDC তহবিলের তেমন একটা সুযোগ নিতে পারেনি। ভারত ও চীন এইসব তহবিলের সর্বোচ্চ উপকারভোগী। এক্ষেত্রে দির্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব সক্রিয়তার বিকল্প নেই।

৫. এই দাবীগুলো শেষ দাবী নয়: দেশের অভ্যন্তরে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে

আমরা নাগরিক সমাজের তরফ থেকে শুধুমাত্র কপ-২০ লিমার জন্য দ্রুত উপরোক্ত দাবিগুলোর সুরাহা প্রত্যাশা করছি, নইলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের তৈরি করা অবস্থান ধরে রাখতে পারবো না। তবে এর বাইরেও আমরা দেশের অভ্যন্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে মনে করি:

১) জলবায়ু প্রকল্প অর্থায়ন, মনিটরিং ও সমন্বয়ের জন্য দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ফিলিপিনের মতো জলবায়ু কমিশনের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

২) যে National Adaptation Plan (NAP) তৈরি হচ্ছে, যে রোডম্যাপ ঘোষণা করা হচ্ছে তাতে নাগরিক সমাজের এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ জনগণের অংশগ্রহণ সুযোগ রাখতে হবে।

৩) কৌশলগত জলবায়ু পরিকল্পনা ২০০৯ সালে প্রণয়নের পর অনেকবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও এটার পরিমার্জন করা হয়নি। মন্ত্রণালয় ও সরকারকে এটার পরিমার্জনে উদ্যোগ নিতে হবে।

৪) জলবায়ু তাড়িত উদ্বাস্তু একটি বড় সমস্যা, কপ-এর কানকুন সম্মেলনে এ বিষয়ে কাজ করা ও সিদ্ধান্ত প্রণয়ণের কথা বলা হয়েছে। এ ভিত্তিতে সরকার গবেষণা ও অবস্থানপত্র করার কথা ছিল। সরকারকে এই বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে।

৫) দুটি জলবায়ু তহবিলে সচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এ দুটি তহবিলকে একটি প্রতিষ্ঠান বা প্রস্তাবিত জলবায়ু কমিশনে দিয়ে দিতে হবে। তহবিল দুটিতে সচ্ছতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে এক্ষেত্রে বৈদেশিক সহায়তা পাওয়া সহ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আস্থা স্থাপন করা কঠিন হবে বৈকি।

সংগঠনসমূহ (ইংরেজি আদ্যক্ষরের ক্রমানুসারে):

Bangladesh Climate Change Journalist Forum (BCCJF), Bangladesh Indigenous People Network for Climate Change and Biodiversity (BIPnetCCBD), Bangladesh Paribesh Andolon (BAPA) , Climate Change Development Forum (CCDF), Campaign for Sustainable Rural Livelihood (CSRL), Coastal Livelihood Environment Action Network (CLEAN), Equity and Justice Working Group Bangladesh (EquityBD), Forum for Environment Journalists in Bangladesh (FEJB)

সচিবালয়:

ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩/৩, রোড়: ২, শ্যামলী, ১২০৭। ফোন: ০২ ৮১২৫১৮১/৮১৫৪৬৭৩

ই মেইল: info@equitybd.org, ওয়েব: www.equitybd.org

যোগাযোগ:

মোস্তফা কামাল আকন্দ, *মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১, ইমেইল: kamal@coastbd.org,*

রেজাউল করিম চৌধুরী, মোবাইল: ০১৭১১৫২৯৭৯২, *ইমেইল:reza@coastbd.org*